খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 30 ❑ 09 Oct., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

সীমান্তে নারী ও শিশু পাচার নিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশন ও বিএসএফ আধিকারিকদের বৈঠক

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ ঃ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ড: অর্চনা মজুমদার। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে এসে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেন তিনি। বৈঠকে সীমান্ত এলাকায় নারী ও শিশু

পাচারের বর্তমান পরিস্থিতি, পাচার রোধে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ডক্টর মজুমদার জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত নারী পাচারের "সেফ করিডর" হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁর কথায়, "প্রতিদিনই নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা ঘটছে। এদের অনেককেই বিএসএফ উদ্ধার করে প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া সেই নারীদের প্রতি প্রশাসনের আচরণ অত্যন্ত উদাসীন। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও সঠিক পরিকল্পনা ও যত্নের অভাব রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, পাচার হওয়া নারীদের শুধু উদ্ধার করাই যথেষ্ট নয়, তাদের পুনর্বাসন এবং সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। সেই দায়িত্ব পালনে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সচেতন নয় বলেই অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একাধিক অংশ দিয়ে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার চক্র সক্রিয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালিয়ে বহু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এবং একাধিক নারী-শিশুকে উদ্ধার করেছে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য জানান, কমিশনের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজরদারি বাড়ানোর সুপারিশ করা হবে। পাশাপাশি, উদ্ধার হওয়া নারীদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ তহবিল এবং সমন্বিত নীতি গঠনের বিষয়টিও সরকারের কাছে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সীমান্ত এলাকা দিয়ে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েছে। কমিশনের এই পরিদর্শন ও বৈঠককে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।

ডক্টর মজুমদারের কথায়, "নারী পাচার কেবল সীমান্ত সমস্যাই নয়, এটি মানবাধিকারের গুরুত্ব লঙ্ঘন। প্রশাসন, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং সমাজের সকলে একসঙ্গে কাজ করলে তবেই এই সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।"

ছবি ঃ নিজস্ব

ইন্ডিয়া গট ট্যালেন্টের ফাইনালে বনগাঁর লীনা ও নিবৃতি

রাহুল দেবনাথ ঃ সীমান্ত শহর বনগাঁর প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মুম্বাই এর মঞ্চে! বাবা মার কাছে এ যেন এক রূপকথার গল্পের মতো। ইন্ডিয়া গট ট্যালেন্টের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে বনগাঁর দুই বোন বছর দশের লীনা বিশ্বাস ও বছর ছয়ের নিবৃতি বিশ্বাস। তাদের নাচে মুগ্ধ গোটা দেশ, বিস্মিত বিচারকরাও। ছোট এই দুই বোনের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে হয়েছে ব্যাপক ভাইরাল।

জানা গিয়েছে, বনগাঁর কালিতলা পার্কিং এলাকায় বাড়ি লীনা ও নিবৃতির। বাবা লিটন বিশ্বাস পেশায় কলের পাইপলাইন মিস্ত্রি, দিনে সাড়ে ৩০০ টাকার মজুরিতে কাজ করেন। মা কণিকা বিশ্বাস সেলাইয়ের কাজ করেন। দুই মেয়েকে নিয়ে কোনরকমে সংসার চলে। একসময় রাস্তার ধারে টাঙানো পোস্টার দেখে বাবা লিটন বিশ্বাসের মাথায় আসে মেয়েদের এই প্রশিক্ষকের কাছে ভর্তি করার কথা।

তৃতীয় পাতায়...

দলীয় সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় বিজেপি'র পথ অবরোধ

নীরেশ ভৌমিক ঃ উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলায় অতি ভারি বর্ষণে ও ভূমি ধ্বসে

দুর্গত মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের দুঃখ- দুর্দশার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনতে গত ৬ অক্টোবর নাগরাকাটায় যান মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মূর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সেখানে কিছু দুষ্কৃতী রাজ্য পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপির দুই নেতৃত্বের উপর প্রাণঘাতি হামলা চালায়। তাদের গাড়ি ভাঙচুর হয়। সাংসদ মূর্মুর চোখ ও নাকে মারাত্মক আঘাত লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন সাংসদ ও বিধায়ক। অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদলের

তৃতীয় পাতায়...

বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে মমতা- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় আগুন জ্বলবে

প্রতিনিধি ঃ বাগদার বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে এস আইআর প্রসঙ্গ তুলে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে এলাকার বিজেপি নেতাদের আটকে রাখার নিদান দিলেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। বৃহস্পতিবার বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে এসে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বিরোধী দলনেতার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সেইসঙ্গে এসআইআর-এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, কালীপূজার পরে এসআইআর হচ্ছে। যদি কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় আগুন জ্বলবে। কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপি নেতাদের আটকে রাখুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে উল্লেখ করেন।বাংলাতেই একমাত্র দুর্গাপুজোর জন্য অনুদান দেওয়া হয়। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে কোনো পুজোর জন্যই অনুদান দেওয়া হয় না। একমাত্র ভোটের সময় বিজেপি নেতৃত্বের মনে পড়ে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনের কথা। তিনি আরো বলেন, ফের ২৬শে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ভোটে মধুপর্ণা ঠাকুরকে জেতানোর দায়িত্ব আপনাদের। উল্লেখ্য, এই বিজয়া সম্মিলনীতে সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং মমতা ঠাকুর একে অপরের প্রশংসা করেন। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্যের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, পার্থবাবু নিজেও জানেন, কোন গুলো বাদ যাবে আর যাবে না। আসলে এদের পায়ের তলায় মাটি নেই। আগুন ওনাদের লাগাতে হবে না, বাংলার মানুষই ২৬শে ওনাদের আগুন লাগিয়ে দেবেন।

মধুচক্রের আসর! যুবক যুবতীদের ধরে পুলিশের হাতে দিল বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মধুচক্রের আসর চলত বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা বাড়ির মালিকসহ যুবক-যুবতীদের ধরে পুলিশে দিল। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার চাঁদা জামতলাএলাকায়। অভিযোগ, জামতলা এলাকায় গৃহবধূর বাড়িতেই চলত মধুচক্রের আসর! হাতে নাতে ধরা পড়লেন অভিযুক্তসহ কয়েকজন যুবক-যুবতী। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে। গৃহবধূ সহ কয়েকজন যুবক-যুবতীকে আটক করল পুলিশ।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় রমরমিয়ে চলছিল মধুচক্রের আসর। অবশেষে এলাকাবাসীর সক্রিয়তায় ধরা পড়ল এই অবৈধ চক্র। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা ওই অভিযুক্ত মহিলা নিজের বাড়িতেই বহুদিন ধরে দেহব্যবসা

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৩০ ❐ ০৯ অক্টোবর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

শান্তির সাথে আবার এসো, উমা

'যাও নীলকণ্ঠ, খবর দাও তারে ..../ ফিরছে উমা কৈলাসে,/ তাঁরই সংসারে।' মণ্ডপে মণ্ডপে বিসর্জনের বাদ্যি বাজছে। আপামর বাঙালীর মনে বিষাদের মাঝে এখনও উৎসবের আমেজ। প্রকৃতির ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে বাঙালী মেতেছে তাঁদের প্রাণের উৎসবে; শারদোৎসবে। অকাল বোধনের উমা এখানে পূজিত হন কন্যারূপে। তাইতো বছরের এই সময়ে সকল বাঙালী তাঁদের প্রাণের উমাকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। চারিদিকে আলোর রোশনাই; কানফাটা শব্দযন্ত্রের তাণ্ডব! ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁদের সাধ্যমত সেজেছে নতুন পোষাকে; বাড়িতে বাড়িতে তৈরী করেছে নিজেদের পছন্দের প্রিয় পদগুলি। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার মধ্যে বেশি নজর কেড়েছে বনগাঁ মহকুমার বাগদা থানা অঞ্চলের একটি ঘটনা। সমগ্র বাঙালী সমাজ যেখানে চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী রূপের আরাধনায় মেতেছে, সেখানে নিজের জন্মদাত্রী মা-বাবাকে পুজোর আনন্দের মাঝেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে গুণধর ছেলে! বড়ই মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক। অমানবিকতার চরম নিদর্শন! প্রাশসনের সহযোগিতায় শেষমেশ বাড়ি ফিরেছে বৃদ্ধ দম্পতি। বিদায় বেলায় জগজ্জননীর কাছে একটাই প্রার্থনা— পৃথিবীতে শান্তি বর্ষণ কর, মা। মানব মনে সুবুদ্ধির উদয় হোক।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ধারা ১৭ : রিপোর্টের ধরণ ও সময়সীমা (Procedure and Schedule for Reports)

ECOSOC এই প্রতিবেদনগুলি দাখিলের সময়সূচী নির্ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

রাষ্ট্রগুলো প্রথম রিপোর্ট জমা দেবে চুক্তি কার্যকর হওয়ার দুই বছরের মধ্যে। এরপর পর্যায়ক্রমে রিপোর্ট দিতে হবে (কোন ব্যবধানে রিপোর্ট দিতে হবে তা ECOSOC নির্ধারণ করবে)। ECOSOC রাষ্ট্রগুলোকে "core documents" বা একটি সাধারণ রূপরেখা সরবরাহ করতে পারে। যদি রিপোর্ট জমা দিতে দেরি হয়, তবে ECOSOC রাষ্ট্রকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে পারবে।

ধারা ১৮ : বিশেষজ্ঞ সংস্থার অংশগ্রহণ (Role of Specialized Agencies)

এই ধারাটি চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির, যেমন ILO, UNESCO, WHO ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে।

শিক্ষা, শ্রম, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করা জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ সংস্থা যেমন, ILO, WHO, UNESCO ইত্যাদি, তাদের কাজ সম্পর্কিত রিপোর্ট ও সুপারিশ ECOSOC-কে জমা দেবে। অর্থাৎ, শুধু রাষ্ট্র নয়, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও তথ্য দেবে। তারা প্রতিবেদনগুলির আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

ধারা ১৯ : কমিশনের কাছে প্রতিবেদন জমা (Submission of Reports to the Commission)

ECOSOC বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির পর্যবেক্ষণগুলি বিবেচনা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের (Commission on Human Rights - যা বর্তমানে মানবাধিকার পরিষদ বা Human Rights Council) কাছে তা পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

রাষ্ট্রপক্ষের রিপোর্ট যখন ECOSOC পর্যালোচনা করবে,

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য কেরালা

[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

শহরটি একটি সরু ভূ-খণ্ডের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এটির দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থ বহুস্থানে এক কিলোমিটারের কম প্রশস্ত এটি ভারতের মূল ভূ-খণ্ড থেকে সমুদ্র প্রণালী দ্বারা এবং পশ্চিমঘাট থেকে আগত নদী সমূহের মোহনা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এটি কেরালা রাজ্যের নারকেল তেল উৎপাদনের কেন্দ্র ও কচিতে জাহাজ নির্মাণ কারখানা, মাছ ধরা, নারকেল ছোবড়ার পাটি বানানো এখানকার প্রধান শিল্প। এখানে রয়েছে সরকারি জাহাজ নির্মাণ কারখানা। (কোচিন শিপ ইয়ার্ড), কেন্দ্রীয় মৎস্য শিকার কেন্দ্র এবং মৎস্য গবেষণাগার কোচিনে অবস্থিত। আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু প্রশান্ত নাথ ডাকনাম খোকন; ও কোচিনে পোস্টেড। ওকে আসতে বলেছিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ খোকন হোটেলে এসে আমাকে ফোন করল। আমি ওকে বললাম, "১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ফিরছি। তুই একটু অপেক্ষা কর।" নামার বেশকিছু আগে আমাদের লঞ্চ খারাপ হয়ে গেল। রিপিয়ার করে ফিরে আসতে ঘন্টাখানেক লেগেছিল। খোকন তিন বছর ধরে কোচিন এই চাকরি করে। হারু এবং আমাদের ম্যানেজার টাবু খোকনকে রাতে খেয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। খোকন রাজি হয়। সন্ধ্যায় আমরা চা ভেজ পকৌড়া খেয়ে খোকনের সঙ্গে ওর নিজস্ব গাড়িতেই চললাম ঘুরতে। প্রথমে ও আমাদের নিয়ে গেল সত্য সাঁই বাবার মন্দিরে। কচিতে সত্য সাঁই বাবার মন্দির "সায়ি রাম মন্দির, কেরালা নামে পরিচিত ও এই মন্দিরটি সত্য সাঁই বাবার ভক্তদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মন্দিরের ঠিকানা হল জ্যোতিনগর, কানথুরুথি, কচি-১৩।

কোচির এই মন্দিরে শ্রী সত্য সাই বাবার আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার করে এবং ভক্তদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। আরতি অনুষ্ঠানের পর আমরা প্রসাদ নিয়ে আবার হোটেলে ফিরলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণ দা ও বৌদি এবং দিনেনদা ও বৌদিএবং আমরা দুজন। রাতে খোকন আমাদের সঙ্গেই পোলাও এবং চিলি চিকেন এবং চাটনি খেয়ে ঘরে ফিরবার জন্য রেডি হল। ট্রেনে দুদিন চলার পর এত সুন্দর একটা বিশ্রাম পাব। খোকন এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে থাকে। ওকে সি অফ করলাম।

কোচিতে দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে ফোর্ট কোচি, কেরালা কথাকলি

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

কী এমন কথা বলবে! কথা তো সবসময়ই বলছি। "ও এই কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললাম, " কিছু কথা থাকে, যে কথা মানুষ সারা জীবন মনে রাখে। এমন অনেক কথা আছে যা পৃথিবীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যায়। যেমন রামকৃষ্ণ সেই কবে বলেছেন ' জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' একথা কী আমরা ভুলে গিয়েছে! আমরা না হয় সামান্য কথাই বলব।"

বাইরের বেঞ্চে এসে দু'জনে বসলাম। আমি বললাম, "দেখেছো বর্ষার পরে শরৎ -এর আকাশ কেমন নীল! গাছ গাছালির পাতা কেমন সবুজ! গোলাপ ফুলের রং গুলো কেমন গাঢ়! আমাদের অনুভূতির ব্যপ্ত চরাচরে সকালের স্নিগ্ধ সূর্য কিরণ বিকিরণের মতো ধুয়ে মুছে যাচ্ছে আমাদের কলুষ, আমরা স্নিগ্ধ হচ্ছি, শান্তিবারির ছোঁয়া লাগছে।"

মিতা আমার দিকে চোখ মোটা করে তাকিয়ে বলল, "কী সব কথা বলছ! আমি বুঝতেই পারলাম না, তা মনে রাখব কী করে! আর সবুজ পাতা সবুজ হবে না তো কী অন্য রঙের হবে! লাল বা গোলাপী গোলাপ ফুল এমনি এমনি সাদা হয়ে যাবে!"

আমি বললাম, "তুমি বড্ড বাস্তবাদী। সবকিছু একটু অন্য চোখে দেখতে পারো না! একটু অন্য চোখে দেখলে, দেখতে পাবে পৃথিবীর যেটুকু কালিমা আছে সেটাও মুছে গিয়েছে। অবশ্যই রঙের খেলার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সে কারণের মধ্যেও একটা থাকা না থাকার ব্যাপার থাকে। কেন আমাদের দেহের রঞ্জক কণিকা নেই এ প্রশ্নটাও মনে জাগে।"

এসব কথা বার্তায় আমি আর মিতা যখন মশগুল, হঠাৎ দেখলাম কল্পনা দাঁত মাজতে মাজতে পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। আমি ডাকলেও ও দাঁড়াল না। মুখ বেঁকিয়ে আমাকে ভেঙচে বাড়ির পথে পা বাড়াল। কল্পনা কোনও দিন এরকম রাস্তায় দাঁত মাজতে মাজতে আসে না। ও আজকে কেন আসলো ; এটা বুঝতে আমার দেরি হলো না। কিন্তু কথা না বলে মুখ ভেঙচে চলে গেল কেন, সেটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেও বুঝতে পারলাম না। আমার সাথে এতদিন দেখা হয়নি। সেটাই কী কারণ! তা হবে কেন, ও তো জানতো আমরা আজকে থাকব। গতরাতে আমরা এসেছি কিনা সেটা দেখার জন্য ও রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, এটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কথা না বলে যাওয়ার কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এটা বুঝতে গেলে হয়তো মেয়েদের মনের খবর আগে জানতে হবে। কল্পনার সাথে এমন কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যে আমি ওর মনের খবর জানব। জানার দরকারই বা কী! আমি আমার কাজ করেছি। দাদু বলেছিলেন, "মানুষের সব থেকে ভালো পালানোর জায়গা হলো মন? সেই মন হচ্ছে নিজের অধিকারের জায়গা। সেখানে যদি একবার ঢুকে বসে থাকতে পারো, তবে কেউ আর তোমাকে খুঁজে

চলবে...

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে 'শারদীয়া প্রতিবেশী' গ্রন্থ প্রকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ সেপ্টম্বর চতুর্থীর মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংবাদ পত্রিকা 'শারদীয়া প্রতিবেশী' প্রকাশ অনুষ্ঠান। এদিন অপরাহ্নে গোবরডাঙার গবেষনা পরিষদে আয়োজিত পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ন বিশ্বাস, উদ্বোধক বিশিষ্ট কবি আজিজুর রহমান সহ অন্যান্যদের মধ্যে

ছিলেন প্রখ্যাত কবি ড. অমৃতলাল বিশ্বাস, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, দীপক মিত্র ও ড. সুনীল বিশ্বাস, সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামানিক, সমাজসেবি গোবিন্দলাল মজুমদার প্রমুখ। পত্রিকা সম্পাদক বাসুদেব বাবুকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রবীর সরকারের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্যোক্তারা এদিন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুকুমার মিত্র ও বিজ্ঞান সাধক দীপক কুমার দাঁকে মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত কবিগন স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। গান গেয়ে শোনান, বাণী সেন মজুমদার ও কেয়া দেবনাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সভাপতি ঋতুপর্ণ বিশ্বাস এবং প্রতিবেশি পত্রিকার প্রকাশ করেন বর্ষিয়ান কবি আজিজুর রহমান। সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের অংশগ্রহনে এবং পত্রিকা সম্পাদক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের সুচারু পরিচালনায় এদিনের পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

মধুচক্রের আসর!

প্রথমপাতার পর...

চালাতেন। প্রতিদিনই দিন-রাত নানা সময়ে অচেনা ছেলেদের আনাগোনায় বিরক্ত ছিলেন আশপাশের মানুষজন। একাধিকবার বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

এদিন ক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা গৃহবধূর বাড়িতে হানা দেন। সেই সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে অভিযুক্ত বাড়ির মালকিন সহ বেশ কয়েকজন যুবক-যুবতী। এরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্ত মহিলাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও ধৃতদের থানায় নিয়ে যায়। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এই ধরনের অবৈধ ব্যবসা বন্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিক। এলাকার পরিবেশ থাকুক সুরক্ষিত।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের
জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING
UNICORN
Mob.:9734300733

বনগাঁ দুর্গাপুজো কার্নিভাল

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ শহরের প্রধান উৎসব দুর্গাপুজো। কলকাতার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দুর্গোৎসব বনগাঁ শহরেই হয়ে থাকে। বনগাঁ শহরের বিখ্যাত দুর্গাপুজো দেখার জন্য রাজ্য সহ দেশের একাধিক জায়গা থেকে আসে দর্শনার্থীরা। উপচে পড়ে ভিড়। প্রসাশন সহ ক্লাব কর্তৃপক্ষ এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় এই দুর্গোৎসব।

অন্যদিকে, দুর্গোৎসব শেষ হতেই বনগাঁবাসী চেয়ে থাকে দুর্গাপুজো কার্নিভালের দিকে। কলকাতার ন্যায় বনগাঁ শহরেও অনুষ্ঠিত হয় এই দুর্গাপুজো কার্নিভাল। শনিবার বনগাঁর প্রাণ কেন্দ্র ত্রিকোণ পার্ক এর সামনে

বনগাঁ শহর তথা আসে পাশের একাধিক গ্রামের থেকে প্রতিমা, ট্যাবলো, নৃত্য গোষ্ঠী সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই দুর্গাপুজো কার্নিভাল। এদিনের দুর্গাপুজো কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক উর্মি দে বিশ্বাস, পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন্ত কবিরাজ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাঁজা, আইসি শিবু ঘোষ, বনগাঁ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক গোপাল সাহা ও বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ সহ সকল কাউন্সিলরবৃন্দ ও প্রশাসনিক বিভাগের একাধিক কর্মীগণ। প্রসঙ্গত, এবছর মোট দশটি ক্লাবের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপুজো কার্নিভাল। এদিনের বনগাঁ দুর্গাপুজো কার্নিভালে অংশগ্রহনকারী দল গুলি হল, সিন্দ্রানী বাজার ব্যাবসায়ী সমিতি, পাল্লা দক্ষিণ পাড়া পূজা কমিটি, ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব, রেট পাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, আমলাপাড়া এথলেটিক ক্লাব, অভিযান সংঘ, শান্তি কমিটি সুভাষপল্লী, দেবগড়, প্রতাপগড় স্পোর্টিং ক্লাব, পূর্বাঞ্চল অধিবাসী বৃন্দ, রেলবাজার, আনন্দময়ী মাতৃ মন্দির, বলাকা সমিতি।

উল্লেখ্য, এদিনের দুর্গাপুজো কার্নিভাল বনগাঁ পথের সাথীর সামনে থেকে শুরু হয়ে বনগাঁ থানার ঘাটে এসে শেষ হয়। ভিড় হয়েছিল চোখে দেখার মতো। মোট ১০ টি ক্লাবের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া কার্নিভালের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় অভিযান সংঘ, দ্বিতীয় আমলাপাড়া এথলেটিক ক্লাব এবং তৃতীয় প্রতাপগড় স্পোর্টিং ক্লাব।

পাওয়ার হাউস রোডের দুর্গোৎসব এবার তৃতীয় বর্ষে

সংবাদদাতা ঃ পাড়ার মহিলাগণ তাঁদের লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে পাওয়া অর্থ জমিয়ে

দুবছর আগে পাওয়ার হাউস রোডের মুখে জাতীয় সড়ক যশোর রোডের ধারে দুর্গা পুজো ও শারদোৎসবের আয়োজন করেন। চাঁদপাড়া মহিলা সমিতি আয়োজিত সেই দুর্গা পুজো ও উৎসব এবারে তৃতীয় বর্ষে পদার্পন করে। পাড়ার বাসিন্দা সমাজকর্মী পরিমল সরকার জানান, এবারে তাঁদের পাড়ার এই পুজো মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান লাভ করেছে। এই অর্থ পেয়ে অতিশয় খুশি পুজোর আয়োজক পাড়ার মহিলাগণ।

মহা সমারোহে পুজোর আয়োজন করেন তাঁরা। নানা অনুষ্ঠান ও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে চাঁদপাড়া মহিলা সমিতি আয়োজিত এবারের দুর্গা পূজা ও উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

বসিরহাটের গোবরায় ইফকোর কৃষকসভা

সংবাদদাতা ঃ ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স

ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ এর উদ্যোগে কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ অক্টোবর বসিরহাট মহকুমার গোবরা গ্রামে। ৫০জন কৃষিজীবী মানুষ এদিনের অনুষ্ঠিত কৃষি আলোচনা চক্রে উপস্থিত হন।

সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি (তরল) সারের ব্যবহার ও ফলাফল নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে ইফকোর তৈরী অন্যান্য সারেরও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

বিধায়কের বাড়িতে চুরি

সংবাদদাতা ঃ গাইঘাটা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক পুলিন বিহারী রায় বয়স জনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। তার চিকিৎসার জন্য তাকে ঠাকুরনগর খ্রিস্টান পাড়ার বাড়ি থেকে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় দিন কয়েক আগে। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে নগদ টাকা গহনা সহ একটি ল্যাপটপ চুরি করে নিয়ে যায় চোর। যদিও প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি পুরোটাই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

তাদের অনুমান, চোর সেই দেওয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকে প্রথমে গেটের তালা ভাঙে, তারপরে ভেতরে দরজার তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। ঘরের আলমারিতে থাকা সোনার গহনা এবং নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায় । খাটের উপরে ল্যাপটপ রাখা ছিল, সেটিও সঙ্গে করে নিয়ে যায় চোর। বুধবার সকালে আত্মীয় মারফত চুরির ঘটনা জানতে পেরে বিধায়কের ছেলে দেবাঞ্জন রায় বাড়ি এসে ঘরে ঢুকে দেখতে পান, তাদের বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর লন্ডভন্ড অবস্থায় আছে। খবর দেওয়া হয় গাইঘাটা থানায়।

ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের বিজয়া সম্মেলনে মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার

সংবাদদাতা ঃ মহাসমারোহে দুর্গাপূজার ও শারদোৎসব উৎযাপনের পর গত ৭ অক্টোবর বিজয়া সম্মেলন পালন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ। ক্লাব সম্পাদক কমল সরকারের আহ্বানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব প্রদীপ ব্যানার্জী, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সাধন বিশ্বাস, প্রাক্তণ সদস্য উত্তম লোধ, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। এদিন বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে সবুজ সংঘের বছরভর বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের প্রশংসা করেন। ক্লাব সভাপতি রামশংকরবাবু ও গ্রামবাসী প্রদীপবাবুর প্রস্তাবক্রমে আগামীতে ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও মরণোত্তর চক্ষু

ও দেহদানের কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চাঁদপাড়া ষ্টেশন পাড়ায় মহিলাদের দুর্গোৎসব

সংবাদদাতা ঃ গ্রামে বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজা হয়ে থাকলেও চাঁদপাড়া ষ্টেশনের পূর্ব পার্শ্বে ঢাকুরিয়া উদয়নপল্লী এলেকায় কোনও দুর্গা পুজো হয় না। অথচ এই ঘন জনবসতি এলেকায় বহু মানুষের বাস। পড়ায় একটি দুর্গা পুজো করার জন্য এগিয়ে আসেন পল্লীর বাসিন্দা মহিলারা। তাঁদের এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন পাড়ার সকল বাসিন্দারা। 'আদি শক্তি নারী' সংগঠন নামে কমিটি গঠন করে পল্লী সংলগ্ন ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘের মাঠে পুজোর আয়োজন করা হয়। সুসজ্জিত পুজো মণ্ডপে দর্শনীয় দুর্গা প্রতিমা সকলের নজর কাড়ে। পাড়ার কতিপয় পুরুষের এবং ক্লাবের সদস্যগনের সহযোগিতায় মহিলারা মহাসমারোহে পুজো সম্পন্ন করেন।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

ফাইনালে বনগাঁর লীনা ও নিবৃতি

প্রথমপাতার পর...

তখনই তিনি দুই মেয়েকে ভর্তি করান স্থানীয় ওই নাচের স্কুলে। মাত্র এক বছরের মধ্যেই পেশাদার প্রশিক্ষক বদলে দেয় দুই বোনের জীবনের ছন্দ। লীনা পড়ে কুমুদিনী গার্লস স্কুলের ক্লাস ফাইভে, আর নিবৃতি ক্লাস ওয়ানে। তাদের নাচের দল The Hidden Fire Dance Crew-এর সঙ্গে অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন তারা। চলতি মাসের ৪ তারিখে সেমিফাইনাল অতিক্রম করে গোল্ডেন বাটন পেয়ে ফাইনালিস্ট হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন। তাদের এই সাফল্যে আজ গর্বিত গোটা বনগাঁবাসী। এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে উদযাপন, ব্যানার-পোস্টারে ভরে উঠেছে রাস্তা। স্থানীয়রা বলছেন, ওরা যেন জয়ী হয়, বনগাঁর নাম সারা দেশের মঞ্চে আবারও উজ্জ্বল করে ফিরুক এই দুই বোন। সীমান্ত এলাকার প্রত্যন্ত এই শহর থেকে মুম্বাই এর মঞ্চে পৌছে এই দুই বোনের গল্প প্রমাণ করেছে, প্রতিভার কোনো সীমান্ত নেই, শুধু দরকার সাহস, অধ্যবসায় ও একটু সুযোগ।

চাঁদপাড়ায় বিজেপি'র পথ অবরোধ

প্রথমপাতার পর...

মদতে সাংসদ ও বিধায়কের উপর এই প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। তার প্রতিবাদে সমস্ত দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে বিজেপির নেতা কর্মীগণ প্রতিবাদ আন্দোলনে নামেন। পরদিন মধ্যাহ্নে গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়ায় স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও দলনেতা প্রবীর রায় প্রমুখের নেতৃত্বে জাতীয় সড়ক যশোর রোড অবরোধ করেন দলীয় নেতা কর্মীগণ। পুলিশ এখানেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। অবরোধের ফলে ব্যস্ত সড়কে গাড়ির লাইন পড়ে যায়। চলতে থাকে বক্তৃতা ও স্লোগান। ঘন্টাখানেক পর অবরোধ তুলে নিলে সড়কে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঘোষণাপত্র

আমি তুলি মণ্ডল, জন্ম তারিখ-০৫/০২/১৯৮৮, পিতা- সত্য বিশ্বাস, ঠিকানা গ্রাম- গোপালপুর, পোঃ-রামনগর, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা হইতেছি এবং পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের একজন বাধ্য নাগরিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার আছে। কোরান এবং হাদিশ এর পবিত্রতার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আমি নিজেকে মুসলিম ধর্মের সারমর্ম, মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান সর্ব্বপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেছি। আমি যে একটি হিন্দু ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছি তার অনুপ্রেরণায়, আমি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করতে চাই। ইংরাজী ০৮/১০/২০২৫ তারিখে বনগ্রাম নোটারী অফিসার জয়দেব হালদার মহাশয়ের নোটারিয়াল হলফনামা বলে আমি একজন মুসলিম হিসাবে তুলি মণ্ডল নামে পরিচিত হলাম।

জন্মদিনে বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা গাইঘাটার ছেকাটি প্রাথমিকে

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৬ সেপ্টম্বর ছিল এদেশে শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত সমাজ সংস্কারক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬ তম জন্মদিন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে গাইঘাটা পূর্ব চক্রের ছেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সকালেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির আবরন উন্মোচন করেন গাইঘাটা পূর্ব চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভঙ্কর বসু। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যথাক্রমে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্যামল বিশ্বাস ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইলা রানী মণ্ডল। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম শিক্ষা কমিটির সভাপতি চন্দ্রকান্ত দাস, সাংবাদিক তপন কুমার মণ্ডল প্রমুখ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগন সকলের কপালে চন্দন তিলক ও ফুলগাছের চারা প্রদানে বরণ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে বিদ্যাসাগরের এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষের মূর্তি প্রতিষ্ঠার এই মহতী কর্মসূচিকে স্বাগত জানান। পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্রের জীবন, কর্ম ও আদর্শ এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। বিদ্যালয় অঙ্গনে বিদ্যাসাগরের জীবনীর উপর চিত্র প্রদর্শনী সকলের প্রসংশা লাভ করে। পরিশেষে বিদ্যালয়ের কচি-কাঁচা পড়ুয়াগণ পরিবেশিত সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

মণ্ডলপাড়া বাজার মন্দির কমিটির দুর্গাপূজা। ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতিকে গালিগালাজ করার অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে, থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতিকে গালিগালাজ, কটূক্তি করার অভিযোগ উঠল পৌরসভার কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে। সোমবার বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলী মন্ডল বনগাঁ থানায় বনগাঁ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বনগাঁর রাস্তায় এবার প্রকাশ্যে তৃণমূল নেতার কুরুচিকর মন্তব্য ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই ঘটনার ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকাজুড়ে।

জানা গিয়েছে, বনগাঁ বাটার মোড় এলাকায় জলছত্র থেকে জল বিতরণের সময় এই ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, তৃণমূল বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জাফর আলি মণ্ডলের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেন বনগাঁ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলেরই কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। বিষয়টি সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও নেতারা।

মঙ্গলবার বনগাঁ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে জাফর আলি মণ্ডল জানান, এমন অশালীন মন্তব্য একজন জনপ্রতিনিধির মুখে মানায় না। দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে দলের শৃঙ্খলাবিধি ভঙ্গের অভিযোগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করে ভাইরাল ভিডিও প্রসঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস জানান, বিজেপি এটা আইটি সেলকে ব্যবহার করে তার সমাজসেবা মূলক কাজে বাধা দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

যদিও এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, এর সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। তৃণমূলের লোকেরা সংখ্যালঘুদের কী নজরে দেখে, প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের মুখের ভাষাতেই তা প্রমাণিত হয়।

দাহ থামিয়ে মৃতদেহ পাঠানো হল ময়নাতদন্তে

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ ঃ রহস্যঘেরা এক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল বনগাঁয়। রবিবার গভীর রাতে শ্মশানে দাহ করতে আনা এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখে সন্দেহ জাগে পুরসভার কর্মীদের মনে। এরপরই বিষয়টি জানানো হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বনগাঁ থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত প্রায় বারোটা নাগাদ বনগাঁর শ্মশান ঘাটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগদা থানার অন্তর্গত বাঁশঘাটা এলাকার বাসিন্দা মহাদেব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসা হয় দাহ করার উদ্দেশ্যে। তবে মৃতদেহটি দেখেই সন্দেহ হয় শ্মশানে কর্মরত পুরসভার কর্মীদের। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের বক্তব্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন পুরকর্মীরা। তাতেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। পুরকর্মীরা বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে পুরপ্রধানকে জানান এবং তাঁর নির্দেশে খবর দেওয়া হয় বনগাঁ থানায়। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রাথমিক তদন্তের পর মৃতদেহটি দাহ না করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, "মহাদেববাবুর তিন ছেলে ভিন রাজ্যে কাজ করেন। তিনি একাই বাড়িতে থাকতেন। রবিবার সকালে প্রতিবেশী একজন দেখতে পান, তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। ডাকাডাকিতে সাড়া না পাওয়ায় আমরা ধরে নিই উনি মারা গিয়েছেন।

এরপর স্থানীয় এক চিকিৎসকের থেকে মৃত্যুর সনদ নিয়ে আসি এবং ছেলেরা না আসায় বরফ দিয়ে দেহটি সংরক্ষণ করে রাখি।" অন্যদিকে, শ্মশানঘাটে কর্মরত পুরসভার কর্মী অজয় বিশ্বাস জানান, "দেহটি দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। কাছে গিয়ে দেখি শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে এবং দেহে পচন ধরেছে। আমাদের মনে হয়, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তাই আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাই এবং পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায়।"

পুলিশ সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। স্থানীয় মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টই।

গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর বিজয়া উৎসব ২০২৫

সংবাদদাতা ঃ প্রত্যেক বছরের মতো এবছরেও গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম বাঙালির সেরা পূজা দুর্গা পূজার শেষে বিজয়ার সুভেচ্ছাকে মাথায় রেখে গত ৮ অক্টোবর ২০২৫ তাঁদের নিজস্ব মহলা কক্ষে বিজয়া উৎসব ২০২৫ এর আয়োজন করেছিল, এ বছর এই উৎসব ৮ম বর্ষে পদার্পণ করে। প্রত্যেক বছর দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের মাধ্যমে আমরা যে আমদের মনের রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি অসুর কে বিসর্জন দিয়ে নতুন মন নিয়ে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে থাকি সেই ভাবনাকে মাথায় রেখেই গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর এই উৎসব এর আয়োজন। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা শিল্পায়নের পরিচালক নাট্য ব্যাক্তিত্ব শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ঠাকুরনগর অনুরঞ্জনের পরিচালক শ্রী মিন্টু মজুমদার ও মৃদঙ্গম-এর প্রতিষ্টা সদ্যসা শ্রীমতী সাধনা কর মহাশয়া এছারাও উপস্থিত ছিলেন কিছু স্থানীয় নাট্য বন্ধু ও মৃদঙ্গম আয়োজিত বিদ্যালয়ভিত্তিক নাট্য কর্মশালার ছাত্র-ছাত্রীরা। মৃদঙ্গমের নৃত্য বিভাগের ছোট্ট নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্টানের শুভ সূচনা হয়। গোবরডাঙা পরম্পরা-র গান অনুষ্ঠানের মাত্রা অনেক উঁচুতে পৌঁছে দেয়। ঠাকুরনগর অনুরঞ্জন গান পরিবেশন করে।

এছাড়া গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম এর সদস্যরা নৃত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত, শ্রুতি নাটক, উপস্থাপন করেন। সব মিলিয়ে এই দিনটি ছিল খুব জমজমাট। সর্ব শেষে সংস্থার কর্ণধার শ্রী বরুণ কর মহাশয় সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে ও মিষ্টি মুখের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং আগামী বছরেরও তাঁদের কর্মকাণ্ডের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন সেই অঙ্গিকারও করেন।

দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালিত

সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালিত হলো "দৃষ্টি"র নিজস্ব নাট্যচর্চা কেন্দ্র শিল্পশালায়। পশ্চিমবঙ্গের জেলান্তরের নাট্য দলগুলির মধ্যে দত্তপুকুর দৃষ্টি বর্তমানে অন্যতম জনপ্রিয় ও সর্বজনবিদিত একটি দল। ১৯৯০ সালে দল গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন গঠনমূলক ও সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দৃষ্টি আজ বাংলা থিয়েটার চর্চার জগতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এবারের এই শিক্ষক দিবসের প্রধান তাৎপর্য হলো সমগ্র অনুষ্ঠান টি আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিল "দৃষ্টি"র কনিষ্ঠ সদস্য বৃন্দেরা, দত্তপুকুর দৃষ্টি তাদের দীর্ঘ দিনের থিয়েটার ও সাংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম কে থিয়েটার চর্চায় যে কতটা আকৃষ্ট করতে পেরেছে এর থেকেই তা প্রমাণিত। এদিনের অনুষ্ঠানটি একেবারে ঘরোয়া পরিসরে আয়োজিত হলেও অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তু ছিল শিক্ষক দিবস ও ছাত্র- শিক্ষক সম্পর্কের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কে নিয়ে। "দৃষ্টি" র নিজস্ব সদস্য বৃন্দ ও কয়েকজন বিশেষ অতিথি সহ প্রায় ৩০-৩৫ জনের একটি মনজ্ঞ আড্ডার আবহে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সব শেষে মঞ্চস্থ হয় দলের ছোটদের অংশগ্রহণে একটি মজার উপস্থাপনা, "কেন করব থিয়েটার"। উপস্থিত সকলেই এই বিশেষ দিনটিকে নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রকাশ করেন। আয়োজকদের তরফ থেকে উপস্থিত সকলের জন্যই সম্মাননা ও সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের একদম শেষে "দৃষ্টি" র কর্ণধার মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এই দিনের তাৎপর্য ও আগামীতে তাঁদের থিয়েটার কেন্দ্রিক যে কর্মসূচী সে বিষয়ে বক্তব্যর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**